সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের রাজনৈতিক বৈধতা রক্ষা করা চাই

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের কোনো সদস্য বা প্রশ্রয়দাতাকে গ্রেফতার করে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে আমস্টারডমের (নেদারল্যান্ডস) গবেষণা সংস্থা ইউরোপিয়ান ফাউন্ডেশন ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ (ইফসাস)। জঙ্গিবাদী সংগঠন আল-কায়েদা, আইএস ও লস্কর-ই-তৈয়বা দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপে যে কার্যপ্রণালি মেনে চলছে তার ওপর ২৪ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট চলতি জানুয়ারিতে প্রকাশ করেছে ইফসাস। রিপোর্টের শিরোনাম: ‘আল-কায়েদা, আইএস অ্যান্ড লস্কর-ই তৈয়বা: মোডাস অপারেন্ডি ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড ইউরোপ’।

রিপোর্টে সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রচার ও প্রসার রুখতে বেশকিছু করণীয় তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়, সন্ত্রাস মামলায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেগুলো আন্তর্জাতিক নাগরিক ও মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। মামলায় ধৃত ব্যক্তিকে কৌঁসুলি রাখার সুযোগ দিতে হবে, প্রয়োজন হলে তাকে দিতে হবে দোভাষী এবং নিষ্কলুষ বিচারের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে সেগুলো পূরণ করতে হবে। নইলে অভিযোগের রাজনৈতিক বৈধতা হারিয়ে যাবে।

ইফসাসের রিপোর্টে লস্কর-ই-তৈয়বা (শুভকর সেনা) জিহাদের মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানি হাফিজ সাইদ একসময় বলতেন, ‘লস্করের লক্ষ্য হচ্ছে ওয়াশিংটন, তেলআবিব ও নয়াদিল্লিতে ইসলামের ঝান্ডা ওড়ানো।’ আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধের সময় এলইটি (লস্কর-ই-তৈয়বা) আফগান মুজাহিদিনের সহায়ক গ্রুপ হিসেবে সক্রিয় ছিল। পরে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং সে দেশের সামরিক সংস্থাপনার মদদে পুষ্ট হয়ে কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে। এলইটির জঙ্গিরা ১৯৯৬ সালে কাশ্মীরে ১৬ জন হিন্দু হত্যা করে ভারতীয় গোয়েন্দাদের নজর কাড়ে।

ভারতের মুম্বাই, নয়াদিল্লি, নাগপুর, বেনারস শহরে সন্ত্রাসী হামলা চালায়। তারা ২০০৮ সালে মুম্বাই হামলায় একে-৪৭ রাইফেল ব্যবহার করে

তাক লাগিয়ে দেয়। আইএসের সঙ্গে সংযোগ থাকায় তারা সহজেই মারাত্মক সব অস্ত্র পেয়ে যায় বলে ইফসাস রিপোর্টে জানা যায়। আইএসের জঙ্গিরা নিষ্ঠুর পন্থায় তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলো দখল এবং অপহরণ ও মুক্তি বাণিজ্য করে তারা নিয়মিত বাহিনীর মতো শক্তিধর হয়েছিল। তখন তাদের কৌশল ছিল ‘আঁকড়ে থাকো আর দখলদারি প্রসারিত কর।’

মার খেতে খেতে পিছু হটতে এখন তাদের কৌশল ‘টিকে থাকো আর কাজ কর।’ ধারণা করা হচ্ছে, শক্তির ধার কমে যাওয়ায় আইএস কৌশল পাল্টিয়ে গতানুগতিক সন্ত্রাসবাদের পথ ধরবে। এটা করলে প্রচুর জনবল ও অর্থায়নের দরকার হবে না। আইএসের মতো আল-কায়েদাও হীনবল হয়ে উঠেছে মনে করা হয়। ১৯৮৮ সালে ওসামা বিন লাদেন এ সংগঠন গড়ে তোলেন। আল-কায়েদা সারা বিশ্বকে চমকে দেওয়া ৯/১১-এর ভয়াবহ বিমান হামলা চালায়। ২০১১ সালে লাদেন মারা গেলে তারা সন্ত্রাস দমন অভিযানের ‘বিপদ’ এড়ানোর জন্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করছে।

ইফসাস রিপোর্ট বলছে, লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনগ্রসর ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট জঙ্গি গ্রুপ তিনটির সক্রিয় সদস্যরা তাদের কৌশলগত সুবিধা অর্জনের জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। রিপোর্টে বলা হয়, এরা মাঝেমধ্যে নিজেরা আদর্শিক কলহে লিপ্ত হয়। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো ওদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানলে আবার তারা সংঘবদ্ধ হয়ে যায়। রিপোর্টে বলা হয়, সন্ত্রাসবাদ রুখতে আইন তৈরি ও প্রয়োগের সময় সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। অতীতে দেখা গেছে, আইনের অপপ্রয়োগের কারণে সন্ত্রাস নির্মূলের কাজ মন্থর হয়েছে। সন্ত্রাসীকে টার্গেট করবে আইন, শুধু সন্ত্রাসীকেই।

ক্যালিফোর্নিয়ায় মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর

ডেভিস শহরে এভাবেই ভেঙে ফেলা হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ডেভিস শহরে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এই

ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত।

শনিবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গত ২৮ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিস শহরের সেন্ট্রাল পার্কে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতিরা। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ভারত। ২০১৬ সালে ওই ভাস্কর্য ডেভিস শহরকে উপহার দিয়েছিল ভারত সরকার।’

পাশাপাশি, বিষয়টি মার্কিন স্বরাষ্ট্র দফতরের গোচরে এনে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য আবেদন জানিয়েছে ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাস।

এ ঘটনায় আমেরিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শোক প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে, এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দোষীদের বিরুদ্ধে যত দ্রুত সম্ভব আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

ফের রাজনীতিতে সক্রিয় ট্রাম্প!

সিনেটে রিপাবলিকান সংখ্যালঘু নেতা কেভিন ম্যাককার্থির সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে গত বৃহস্পতিবার (২৮ জানুয়ারি) প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার সপ্তাহ পার হতেই সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান শিবিরের রাজনৈতিক ঐক্যের স্বার্থে ট্রাম্প-ম্যাককার্থির মধ্যে বৈঠকটি হয় ফ্লোরিডার পাম বিচে ট্রাম্পের মার-এ-লাগো রিসোর্টে। ট্রাম্পের সহযোগিতা ছাড়া রিপাবলিকান দলের কোনো বিকল্প নেই। তাই ২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের সাহায্য চান ম্যাককার্থি। ট্রাম্পও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি একটি রাজনৈতিক দল করতে পারেন বলে ঘনিষ্ঠজনেরা প্রচার করছেন। আবার নিজস্ব রক্ষণশীল প্ল্যাটফর্ম গঠনের প্রচারণাও আছে। ফলে রিপাবলিকান নেতৃত্ব ট্রাম্পকে ক্ষেপাতে ইচ্ছুক নন।

বর্তমানে সিনেটে ট্রাম্পের অভিশংসনের বিচার প্রক্রিয়াধীন।

ট্রাম্প এই বিচার মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পাশাপাশি রিপাবলিকানদের পক্ষে কাজ করে যাবেন।

কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে কাজ করবেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, প্রতিনিধি পরিষদে মাত্র ১০ জন ও সিনেটে পাঁচজন রিপাবলিকান সদস্য ছাড়া দলের আইনপ্রণেতাদের কেউই ট্রাম্পবিরোধী নন। ক্ষমতার শেষ দিকের ৭৬ শতাংশ থেকে বেড়ে এই সমর্থন ৮১ শতাংশে দাঁড়িয়ে ট্রাম্পের সমর্থনও বেড়েছে।

নির্বাচনের ফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টায় যেসব রিপাবলিকান ট্রাম্পের বিরোধিতা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন ও বাকি রিপাবলিকানদের পক্ষে থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে ।

সূত্র : এএফপি

মার্কিন ক্যাপিটল ভবনে হামলার ঘটনা নিয়ে ডিসকোভারির তথ্যচিত্র

চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি মার্কিন গণতন্ত্রের ইতিহাসে ‘কালো দিন’ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এদিন অধিবেশন চলাকালীন মার্কিন আইনসভায় হামলা চালায় উন্মত্ত ট্রাম্প সমর্থকরা। সেই দিন আসলে কী হয়েছিল? হঠাৎ কীভাবে এতটা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে পরিস্থিতি? মার্কিন গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করা সেই দিনের অভ্যন্তরের আসল ঘটনা নিয়ে ‘স্টর্মিং দ্য ক্যাপিটল: দ্য ইনসাইড স্টোরি’ নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছে ডিসকোভারি। সংস্থার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখা যাচ্ছে তথ্যচিত্রটি।

ঘটনার দিন ক্যাপিটল ভবনের বাইরের উত্তেজনা দুনিয়ার নজরে এলেও ভেতরে তার কয়েকগুণ বেশি তাণ্ডবলীলা চলেছিল। যা ধরা পড়ে শুধুমাত্র একটি সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায়। হাই সিকিউরিটি জোনে

একমাত্র উপস্থিত ছিলেন আইটিভির রবার্ট মুর, প্রযোজক সোফি আলেকজান্ডার এবং ক্যামেরাম্যান মার্ক ডেভি। ট্রাম্প সমর্থকদের আক্রোশ আর ধ্বংসাত্মক কীর্তির সাক্ষী ছিল একমাত্র ওই সংবাদমাধ্যম। ঘটনার তিন সপ্তাহ বাদে ওই ফুটেজগুলি দিয়েই তৈরি ক্যাপিটল ভবনে হামলার এই তথ্যচিত্র প্রকাশ পায়। যা দেখে আরও একবার রীতিমতো চমকে উঠেছে গোটা দুনিয়া।

তথ্যচিত্রে রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য ন্যান্সি ম্যাস ওই দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, “ঘটনার দিন আমরা অফিসের ভিতর দরজা বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে লুকিয়ে বসেছিলাম। ভয়ানক আতঙ্কের ছিল প্রতিটা মুহূর্ত। দিনটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃখের।”

যুক্তরাষ্ট্রেও এমন হয়? বিস্মিত গোটা দুনিয়া। ট্রাম্পের ভাষণের পরপরই সারা বিশ্বকে সাক্ষী রেখে তার অনুগামী-সমর্থকরা যাবতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে ক্যাপটল বিল্ডিংয়ে হামলা চালায়। এ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ৫২ জনকে। বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অফিসার পল আর্ভিং জানায়, ভবনের নিরাপত্তা বলয় ভেঙে ঢুকে পড়ে একদল বিক্ষোভকারী। হাতে ট্রাম্পের নাম লেখা পতাকা, মুখে ট্রাম্পের জয়ের স্লোগান। মার্কিন সংসদে তখন জো বাইডেনকে সরকারি ভাবে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণার প্রস্তুতি চলছিল।

ক্যাপটাল হিলে অনাকাঙ্ক্ষিত ওই হামলায় গোটা ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রায় লকডাউন জারি করতে বাধ্য হয় মার্কিন পুলিশ। হিংসাত্মক এই ঘটনায় প্রাণ হারান পাঁচজন। এই পুরো ঘটনার দায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপরই বর্তায়। ঘটনার জেরে প্রথম এবং একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয়বারের জন্য ইমপিচ করা হয় ট্রাম্পকে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে যা নজিরবিহীন ঘটনাই বটে।

আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে

নিষেধাজ্ঞা আরও এক মাস বাড়াল ভারত

আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী বিমান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও এক মাস বাড়াল ভারত।

দেশটির বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয় এক নতুন নির্দেশনায় বৃহস্পতিবার এই নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর ঘোষণা দেয়।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতে আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী বিমান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, এ নির্দেশে ব্যতিক্রমও রয়েছে। আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী বিমান এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-এর তালিকাভুক্ত বিশেষ বিমানগুলোর ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কার্যকর হবে না।

কোভিডের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে ডিজিসিএ তাদের নতুন নির্দেশিকায় বলেছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চাইলে প্রয়োজনে নির্ধারিত কিছু রুটে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালাতে পারে।

মহামারীর জন্য গত ২৩ মার্চ থেকে যাত্রীবাহী আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল ভারতে বন্ধ রয়েছে। তবে মে মাস থেকে কিছু বিশেষ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল করছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘বন্দে ভারত মিশন’। এছাড়া ২৩টি দেশের সঙ্গে ‘এয়ার বাবল’ চুক্তি করেছে ভারত। সেই দেশগুলোর ক্ষেত্রেও বিমান চলাচলে ছাড় রয়েছে। সূত্র: এনডিটিভি

‘স্বাধীনতা মানেই যুদ্ধ’ তাইওয়ানের প্রতি চীনের

হুঁশিয়ারি

‘স্বাধীনতা মানেই যুদ্ধ’। সামরিক মহড়া চালানো তাইওয়ানের প্রতি এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল চীন। বেশ ক’দিন ধরেই, সমুদ্রসীমায় যৌথ বাহিনীর মহড়া চালাচ্ছে চীনের স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চলটি। এতে প্রথমবারের মতো ক্ষোভ জানালো শি জিনপিং সরকার।

চীন সরকার বিবৃতিতে জানায়, আঞ্চলিক ইস্যুতে বিদেশি হস্তক্ষেপ এবং উসকানি মানা অসম্ভব। আগ্রাসন মোকাবেলায় প্রস্তুত চীনের সেনাবাহিনী।

তাইওয়ানের অভিযোগ, গেল সপ্তাহ থেকেই দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ‘আকাশ প্রতিরক্ষা জোনে’ চীনের যুদ্ধবিমান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি হামলাও প্রতিহত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, পাঠিয়েছে রণতরীর বহর।

ক্ষমতা নিয়েই সৌদি-আমিরাতে অস্ত্র বিক্রি স্থগিত করলেন বাইডেন

সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে অস্ত্র বিক্রি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন জো বাইডেন। এর সপ্তাহের পর এই সিদ্ধান্ত নিল বাইডেন প্রশাসন।

দুই আরব দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রির এ অনুমোদন দিয়েছিলেন সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

নতুন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ চূড়ান্ত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই অ্যান্তনি ব্লিনকেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খবর আল-জাজিরার।

ট্রাম্প প্রশাসনের অনুমোদন দেওয়া সেই অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যালোচনা করে দেখছে বলে ব্লিনকেন জানান।

বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েই বুধবার প্রথম প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, আমাদের কৌশলগত লক্ষ্য ও পররাষ্ট্রনীতি উন্নয়নে ওই দুই দেশে অস্ত্র বিক্রি কতটা সহায়ক, তা নিশ্চিতে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বুধবার প্রথম খবর দেয় যে, বাইডেন প্রশাসন সৌদি ও আমিরাতের কাছে কয়েক হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে।

এসব অস্ত্রের মধ্যে ছিল, আমিরাতের কাছে এফ-৩৫ যুদ্ধ বিমান এবং সৌদি আরবের কাছে প্রিসিশন গাইডেড মিউনিশন মারণাস্ত্র, যা স্বল্প সময়ের মধ্যে চিহ্নিত টার্গেট ধ্বংস করে ফিরে আসে।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক ফের মূল্যায়নে কাজ শুরু করার এক সপ্তাহ পর পদক্ষেপ আসল।

২০ জানুয়ারি শপথ নিয়ে হোয়াইট হাউসে কাজ শুরুর প্রথম ধাপেই ট্রাম্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি পর্যালোচনা বা বাতিলে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন তিনি।

ইসরায়েলকে নজিরবিহীন সমর্থন ও ইরানের বিরুদ্ধে ‘সর্বোচ্চ চাপ’ প্রয়োগের নীতির পাশাপাশি সৌদি আরব ও আমিরাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন ট্রাম্প।

২০১৯ সালের মে মাসে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা পরিস্থিতিতে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন ট্রাম্প। ওই সময় সৌদি আরব, আমিরাত ও জর্ডানের কাছে ট্রাম্পের আট বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মার্কিন কংগ্রেস।

ক্ষমতা ছাড়ার আগ মুহূর্তে গত বছরের ডিসেম্বরে আগে সৌদি আরবকে ২৯ কোটি ডলার মূল্যের ছোট অস্ত্র বিক্রির ডিক্রি অনুমোদন করেছিলেন ট্রাম্প।

বাইডেনের জয়ের নেপথ্যে ছিল বিপুল পরিমাণ ‘কালো টাকা’

ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান দুর্গ ভেঙে মার্কিন মসনদে বসেছেন ডেমোক্র্যাট জো বাইডেন। বলা হচ্ছে, তার এই জয়ের নেপথ্যে ছিল অজ্ঞাত পরিচয় দাতাদের বিপুল পরিমাণ ‘কালো টাকা’(ডার্ক মানি) ডোনেশন।

ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, অনুদানের এই ১৪৫ মিলিয়ন ডলার ডার্ক মানি ছিল বাইডেনের উইনিং ক্যাম্পেনিং-এর পিছনে। বছরের পর বছর ধরে ডেমোক্র্যাটরা যে ধরণের অর্থ সংগ্রহের সমালোচনা করে আসছে। তবে কারা সেই দাতা তা জানা যায়নি।

তহবিল সংগ্রহের প্রবণতা থেকে বাইডেনের ক্ষেত্রে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে গেছে। যা বর্তমান কোনও প্রেসিডেন্টের কাছে একটা রেকর্ড। ২০১২ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মিট রোমনের সমর্থনে বেনামে ১১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কালো টাকা অনুদান এসেছিল।

কিন্তু এবার সেই রেকর্ডও ভেঙেছে। ডেমোক্র্যাটরা বলছেন যে, তারা ডার্ক মানিকে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করতে চায়। কিন্তু অভিযোগ, ২০২০ সালে ট্রাম্পকে পরাজিত করতে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিল তারা। সূত্র: কলকাতা টোয়েন্টিফোর।

পবিত্র মসজিদুল হারাম প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন

পরিকল্পনা উন্মোচন

সৌদির মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা পরিষদ মক্কার পবিত্র মসজিদে হারাম প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের পরিকল্পনা উন্মোচন করেছেন পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা পরিষদের প্রধান ড. শায়খ আবদুল রহমান আল সুদাইস।

পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে নামাজ আদায়কারী ও হজ পালনকারীদের জীবন মান উন্নয়ন ও সৌদি আরব সরকারের ভিশন-২০৩০ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বৃক্ষরোপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

জলবায়ু ও পরিবেশ পরিবর্তনরোধে টেকশই উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন শায়খ সুদাইস। টেকশই উন্নয়ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দূষণ ও তাপমাত্রা হ্রাস করে পরিবেশের উন্নয়ন করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় কাবার আশপাশের শূন্য আঙিনায় বৃক্ষরোপন করে পরিবেশবান্ধব করা হবে।

শায়খ সুদাইস বলেন, ‘প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিচালনাগত দিক থেকে গবেষণা করা হবে, যাতে করে কাবা প্রাঙ্গণে আসা মুসল্লিদের চলাফেরায় বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।’

আমেরিকার সন্তানেরা সিরিয়ায় নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না: মার্কিন বিশ্লেষক

সিরিয়া বিষয়ে মার্কিন নীতি ব্যর্থ হয়েছে এবং ২৬০ কোটি ডলার খরচ করে যেসব মিত্র যোদ্ধা তৈরি করা হয়েছে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিনে সোমবার প্রকাশিত এক কলামে এই মন্তব্য করেছেন মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলামিস্ট রবার্ট এস. ফোর্ড।

তিনি বলেন, ছয় বছরে ২৬০ কোটি ডলার খরচ করার পর উত্তর-পূর্ব

সিরিয়ায় আমেরিকা যেসব অনুগত যোদ্ধা তৈরি করেছে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়। এরা আমেরিকার সুরক্ষায় রয়েছে কিন্তু প্রতিবেশী শত্রুদের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। ফলে স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চল আমেরিকার সম্পদ ও রসদের ওপর নির্ভরশীল থাকবে। এ অবস্থায় তিনি সিরিয়া থেকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে সেনা প্রত্যাহারের পরামর্শ দেন।

রবার্ট এস. ফোর্ড বলেন, সিরিয়ায় বর্তমানে যে শত শত সেনা মোতায়েন রয়েছে তা প্রত্যাহার করলেই জো বাইডেন ভালো করবেন। উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দায়েশকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি রাশিয়া ও তুরস্কের ওপর ছেড়ে দেয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

আমেরিকার এ কলামিস্ট আরও বলেন, কুর্দি গেরিলারা যখন আমেরিকার সমর্থন পায় তখন তারা হামলা জোরদার করে।